২য় পাঠ

অব্রাহাম - ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন

ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ ভাবনাহীন হতে পারেন। কিভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ লাভ করতে হয়, অব্রাহামের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি তা জানতে পারেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর দাস এবং বন্ধু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করে চলবে, তাদের সবাইকে আশীর্বাদ করবার চিন্তা কার্যকরী করবার জন্যই ঈশ্বর তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

তবুও তিনি একা থাকতে চাননি বলে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতের জীবন ও সৌন্দর্য উপভোগ, তাঁর সাথে সহভাগিতা রক্ষা ও তাঁর সেবা করবার জন্য তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন।

আমরা জানি যে, মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করার পেছনে তাদের জন্য তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তারা পাপ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শাস্তি হিসাবে তিনি এক ভয়ঙ্কর জল প্লাবন পাঠালেন। এর দ্বারা তিনি দেখালেন, পাপ কত ভয়ানক। কারণ তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলে। জল প্লাবনের পরে ঈশ্বর আবার নতুন করে তাঁর লোকদের নিয়ে কাজ করতে ও তাদের জন্য নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি, এমন এক জাতি গঠন করতে শুরু করলেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, তাঁর নামের গৌরব করবে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ বহন করে আনবে।

আবারও ঈশ্বর লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। সর্বময় ঈশ্বর লোকদের মাধ্যমে কাজ করতে ঠিক করলেন। তিনি একাই সব করতে পারলেন কিন্তু তা না করে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে মানুষকেই পৃথিবীতে তাঁর রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করে আমরা শান্তি পেতে পারি না। আর তিনি দয়া

না দেখিয়ে আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁর প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়াটা তাঁর স্বভাবের অংশ। তিনি একা একা তাঁর নতুন জাতি শুরু করেননি। তিনি এমন এক জনকে বেছে নিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজের ইচ্ছা জানাতে পারবেন। তিনি অব্রাহামকে বিশ্বস্তদের পিতা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। অব্রাহামকে তিনি বন্ধু বলে ডেকেছেন।

আপনার করণীয়

১। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। আমরা জানি যে, লোকেরা ঈশ্বরের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ—

ক) তাঁর পক্ষে লোকদের সাহায্য প্রয়োজন।

খ) তিনি অব্রাহামকে বন্ধু বলে ডেকেছেন।

গ) তিনি তাদের সেবা চান।

ঘ) তিনি তাদের সাথে দায়িত্ব ও অধিকার ভাগাভাগি করেন।

ঙ) তারা না পারলে তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন।

করেও সে ঐ পথে যায়। ঈশ্বর চেয়েছেন, অব্রাহাম অতীতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে, কেবল মাত্র তাঁরই ইচ্ছা কাজে লাগাতে নিজেকে উৎসর্গ করে।

এর উদ্দেশ্য ছিল অব্রাহামকে বহু মানুষের আশীর্বাদ লাভের একটি মাধ্যম স্বরূপ করা। অবশ্য ঈশ্বর যখন কারও মাধ্যমে কাজ করতে চান, তখন তিনি এমন এক-জনকে বেছে নেন, যে তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে ইচ্ছুক। অব্রাহাম অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে বাস করেছিলেন। তিনি মৃত প্রতিমাদের কাছে নত হতে চাননি বা তাদের আঘাত করতেও চাননি। তার দৃষ্টি ছিল স্বর্গের দিকে। তিনি চাঁদের পূজা করেন নি। তিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র সত্য ঈশ্বরেরই পূজা করেছেন। অব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের একজন বন্ধু। আর ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের চালাবার জন্য তাকেই ঠিক করেছিলেন।

আপনার করণীয়

অল্প কথায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

২। জল প্লাবনের পরে লোকেরা আবারও পাপ পথে ফিরে গিয়েছিল কেন?.....

.....

৩। লোকেরা প্রতিমা পূজা করত কেন ?
.....
.....

৪। ঈশ্বর কি করেছিলেন ?
.....
.....

৫। অব্রাহামের পক্ষে তার আপন লোকদের ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?
.....
.....

প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তিগুলি ঃ

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কি আপনি অন্তরে গভীর আকুতি অনুভব করেন ? আপনি কি দেখতে পান যে, তাঁকে আরও ভাল করে জানবার গভীর আগ্রহ নিয়ে আপনি তাঁকে খুঁজছেন ? মনে হতে পারে যে, আপনিই ঈশ্বরকে ডাকছেন, কিন্তু আসলে তা নয়, ঈশ্বরই আপনাকে ডাকছেন। ঈশ্বরকে আরও ভাল করে জানবার যে ইচ্ছা ও প্রয়োজন আপনি বোধ করেন—তা এক ধরণের আহ্বান বিশেষ ; আপনার জন্য ঈশ্বর যে কত চিন্তা করেন, এ হল তারই ফল। ঈশ্বর এই ভাবেই সব লোককে পেতে চান বা ডাকেন। তাদের অনেকে তাঁর এই ডাক শুনতে

১। তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন।

২। তিনি একজন ব্যক্তি হিসাবে তার জন্য ঈশ্বরের কথাগুলি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

৩। তিনি ঈশ্বরের সব নির্দেশ পালন করে তাঁর বাধ্য হয়ে চলেছেন। এজন্য তাকে আপন দেশ ও অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে এক অজানা দেশে গিয়ে এমন এক জাতির জন্ম দিতে হয়েছিল, এর আগে যার কোন চিহ্নই ছিল না।

আপনার করণীয়

৬। তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান গুলি পূরণ করুন।

অব্রাহাম	অন্য লোকেরা	বিশ্বাস
জাতি	কাজ	আহ্বান

ক) ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য যে আকুতি, তা এক ধরণের……, ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী সব লোকদের কাছেই তা আসে।

খ) ……এর কাছে যে আহ্বান এসেছিল তার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তার মাধ্যমে……আশীর্বাদ পাবে।

গ) অব্রাহাম যে শুধু মাত্র ঈশ্বরের উপর ..... করেছেন, তা নয়? কিন্তু তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ মত .... করে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়েছেন।

অব্রাহাম তার বিশ্বাস প্রমাণ করেছেন:

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তার (অব্রাহামের) মনে কখনও কোন সন্দেহ আসেনি, বরং তিনি বিশ্বাসে আরও বলবান হয়ে উঠে ঈশ্বরের গৌরব করতেন। অব্রাহাম সম্পূর্ণভাবে এই বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এই জন্যই অব্রাহামের বিশ্বাসকে তার (ধার্মিকতা) বলে ধরা হয়েছিল।

অব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে, এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তার নিজের কোন জায়গা-জমি বা ছেলে-মেয়ে ছিলনা। কিন্তু তবুও তিনি ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছেন যে, তিনি এক মহান জাতির নেতা হবেন, আর তার নিজ বংশধরের মাধ্যমে সেই জাতির শুরু হবে। তিনি হবেন বিশ্বস্তদের আদি পিতা।

অবশ্য কিছু লোককে তিনি তার সঙ্গে নিয়েছিলেন; এদের মধ্যে ছিল তার স্ত্রী ও লোট নামে তার এক ভাইপো।

অব্রাহামের জন্য ছিল কনান দেশের পার্বত্যভূমি, মানুষের চোখে এর কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথেই সেই পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করলেন। তিনি বিশ্বাস রাখলেন যে, তার জীবনের জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গল জনক, তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন। আর সেখানে ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন ঃ

> তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে চেয়ে দেখ। যে সব দেশ তুমি দেখতে পাচ্ছ, সবই আমি চিরদিনের জন্য তোমাকে ও তোমার বংশকে দেব। আর পৃথিবীর ধূলির মত আমি তোমার বংশ বৃদ্ধি করব। কেউ যদি পৃথিবীর ধূলি গুণতে পারে, তবে তোমার বংশও গোণা যাবে। ওঠ, লম্বা-লম্বি ও আড়া-আড়ি ভাবে এই দেশ ঘুরে আস, কারণ এদেশ আমি তোমাকেই দেব।

সুতরাং অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথে যে পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দেখতে পেলেন। ঈশ্বর, যিনি মানুষের বিশ্বাসকেই ধার্মিকতা বলে গণ্য করেন, তিনি আবারও অব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন।

আপনার করণীয়

৭। নীচের যে উক্তিগুলি বিশ্বাসের কাজ বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাকে একজন ছেলে দেবেন।

খ) অব্রাহাম এক অজানা দেশে গেলেন কারণ ঈশ্বর তাকে সেইরূপ বলেছিলেন।

গ) নোহ বিশ্বাস করেছিলেন যে, এক মহা-জলপ্লাবন হবে।

ঘ) নোহ একটি জাহাজ তৈরী করলেন।

ঙ) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গলজনক, তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন, সুতরাং তিনি লোটকে তার পছন্দ মত দেশ নিতে দিলেন।

৮। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর, আপনাকে এমন বিশ্বাস দেন, যাতে আপনি তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি বিশ্বাস করতে এবং নিজেকে তাঁর ইচ্ছার কাছে আরও পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারেন। আপনি হয়তো নীচে দেওয়া প্রার্থনার কথাগুলি শিখে নিতে চাইবেন ঃ

হে দয়ালু ও সহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বর। চিরকাল তোমার প্রশংসা হোক। তুমি যেমন অব্রাহামের সন্ধান করে তাকে আহ্বান করেছিলে, তেমনি আমাকেও তুমি দয়া

করে আহ্বান কর, কারণ আমি তোমার প্রতি মনোযোগী। কিসে আমার মঙ্গল, তা তুমিই ভাল করে জান। জীবন ও সত্যের পথে আমাকে চালাও।

আমেন।

অব্রাহাম সবই ঈশ্বরকে দিলেন ঃ

অব্রাহাম বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন আর ঈশ্বরও তাকে নানা ভাবে আশীর্বাদ করলেন। আর তাকে তার বিশ্বাস প্রমাণ করবার কয়েকটি বিশেষ সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অব্রাহাম ঈশ্বরের একজন বন্ধুর মত কাজ করেছেন। ঈশ্বরের সাথে কথা বলা অন্যদের প্রতি যত্ন ও ভালবাসা, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বাধ্য ও বশীভূত হওয়ার দ্বারা তিনি এই কাজ করেছেন।

ঈশ্বর আবারও অব্রাহামকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন যে, তার বংশ থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন হবে। ঐ সময় অব্রাহাম এবং সারা দু'জনেরই সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে প্রাণে একজন পুত্র সন্তান চেয়েছেন। কিন্তু যখন বছরের পর বছর কেটে গেলেও কোন সন্তান হল না, তখন তারা প্রায় সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

একটা দর্শনের মাধ্যমে অব্রাহাম ঈশ্বরের এই বাক্য শুনতে পেলেন ঃ

অব্রাহাম ভয় করোনা, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহা-পুরস্কার। আমিই সেই ঈশ্বর, যিনি এই দেশ দেবার জন্য তোমাকে এখানে এনেছেন।

ঐদিন ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে এক নিয়ম করলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন আর ঈশ্বর তার পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণ্য করলেন।

ঈশ্বর কখনও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। কিভাবে অব্রাহামকে পরিচালনা দিতে হবে আর তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে, তা তিনি জানতেন। এই অভিজ্ঞতাটিই হবে তার বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তা হবে অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষার চেয়েও বেশী কিছু, কারণ তা সকল মানব জাতির কাছেই একটা চিহ্ন এবং শিক্ষার মত হবে। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যেকার সত্যিকার সম্পর্ক সবাইকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, ঈশ্বর অব্রাহামকে ব্যবহার করতে স্থির করেছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ যে ছেলের কথা বলা হয়েছিল তার জন্ম হল! অব্রাহাম তার বিশ্বাসের পুরস্কার পেলেন। তিনি জানতেন যে, তার এই বংশ থেকে এক মহা-জাতির জন্ম হবে আর সব লোক আশীর্বাদ পাবে। একজন নিবেদিত প্রাণ বাবার মতই তিনি তার ছেলেকে ভালবাসতেন। তাছাড়া, এই ছেলেটি ছিল খুবই বিশিষ্ট, কারণ সে হবে বহু বংশের আশাস্থল।

এরপর ঈশ্বর এমন কিছু করলেন যা বুঝবার ক্ষমতা মানুষের নাই তিনি অব্রাহামকে তার একমাত্র ছেলেকে বলিরূপে উৎসর্গ করতে বললেন। এর দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহামকে পরীক্ষা করলেন। তিনি ডাকলেন, "অব্রাহাম!" অব্রাহাম উত্তর করলেন, "এই যে আমি," তখন ঈশ্বর বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস, তোমার সেই আপন পুত্রকে নাও, আমি যে পর্বতের কথা তোমায় বলব তার উপরে তাকে হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ কর।"

অব্রাহামের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তিনি তখনই ঈশ্বরের নির্দেশ মত কাজ আরম্ভ করলেন। আবারও কাজের দ্বারা তিনি তার বিশ্বাস প্রমাণ করলেন।

পরদিন সকালে অব্রাহাম আর ছেলে এবং হোম বলির কাঠ ও আগুন বহন করবার জন্য দু'জন চাকরকে সংগে নিয়ে চললেন। নিজের হাতে তিনি একখানা ছুরি নিলেন। একজন প্রেমময় বাবা কেবল মাত্র ঈশ্বরের শক্তিতেই এমন কাজ করতে পারেন। অব্রাহাম জানতেন যে, ঈশ্বর এমন এক পথে তাঁর পরিকল্পনা সাধন করবেন যা, তার এবং সকল মানব জাতির জন্য সবচেয়ে ভাল।

পর্বতে পৌঁছে অব্রাহাম হোমের কাঠ তার ছেলের কাঁধে দিলেন। তারপর তারা দু'জনে বলি উৎসর্গ করবার স্থানটির দিকে চলতে লাগলেন।

ছেলে তার বাবাকে বলল, "আমরা তো কাঠ আর আগুন এনেছি, কিন্তু বলির পশু কোথায়?" অব্রাহাম

বললেন "ঈশ্বর নিজেই বলির মেষশাবক যোগাবেন।" তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি সব পাঠক-দেরই মানব জাতির এক মহান সত্য জানিয়েছেন "ঈশ্বর নিজেই বলির মেষশাবক যোগাবেন।" ছেলেটিও ছিল বাধ্য, এবং বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সে তার বাবাকে আর কোন প্রশ্ন করেনি।

অব্রাহাম যজ্ঞবেদী তৈরী করলেন, তার উপর কাঠ সাজালেন, তার ছেলেকে বেঁধে সেই কাঠের উপর রাখলেন। তারপর তাকে বলি দেবার জন্য ছুরি নিলেন। আপনি কি এই দৃশ্য কল্পনা করতে পারেন? ছেলেটি শক্ত বাঁধনের যন্ত্রণা অনুভব করছে। একটু পরেই বলি দেওয়া পশুর মত তার রক্ত প্রবাহিত হবে। অব্রাহাম নীচে তার প্রিয় পুত্রের দিকে চেয়ে অন্তরে যাতনা অনুভব করছেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ছুরি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে।

"অব্রাহাম, অব্রাহাম!" আকাশ থেকে অব্রাহাম ডাক শুনতে পান, "তোমার ছেলের কোন ক্ষতি কোরো না। আমি জানি তাকে আমায় দিতেও তুমি অসম্মত নও।"

এরপর অব্রাহাম দেখলেন, জঙ্গলের মাঝে বলির জন্য উপযুক্ত একটা প্রাণী আঁটকে আছে। অব্রাহাম যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি, ঈশ্বর সত্যি সত্যিই বলির পশু যুগিয়ে দিলেন। অব্রাহাম তার ছেলেকে বাঁধন মুক্ত করে, সেই পশুটিকে যজ্ঞ বেদীর উপর রাখলেন এবং তার উপর

কাঠ রাখলেন। বলির রক্ত বেরিয়ে এল। এইভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সফল হল। অব্রাহাম ঐ স্থানের নাম রাখলেন **সদাপ্রভু যোগাবেন**, কারণ ঐস্থানে ঈশ্বর বলির পশু যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

অব্রাহামের বিশ্বাস প্রমাণিত হওয়ার পরেও ঈশ্বর কেন ঐ বলি উৎসর্গের কাজ সম্পূর্ণ করতে চাইলেন? এটা খুবই পরিষ্কার যে, এই ঘটনাটি অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষার চেয়েও বেশী কিছু ছিল। একদিন যে ঈশ্বর মানব জাতিকে বিচার দণ্ডের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য এক সিদ্ধ বা নিখুঁত বলি যুগিয়ে দেবেন, এটা ছিল তারই এক সুন্দর ছবি। ঈশ্বর কিভাবে তাঁর দয়া প্রকাশ করেন ও তাঁর পরিকল্পনা কাজে লাগান, এখানে আমরা তাই দেখতে পাই।

আপনার করণীয়

১। শূন্য স্থান পূরণ করুন।

ক) যখন এক ....তখন অব্রাহাম বুঝলেন যে তিনি তার বিশ্বাসের পুরস্কার পেয়েছেন।

খ) ঈশ্বর কথা দিয়েছিলেন যে অব্রাহামের বংশ থেকে এক..... ...উৎপন্ন হবে।

গ) এরপর ঈশ্বর অব্রাহামকে তার..... ... .করতে বললেন।

ঘ) অব্রাহাম ঈশ্বরের .... পালন করলেন।

ঙ) ঈশ্বর .... যুগিয়ে দিলেন।

এই পাঠের শুরুতে আপনি এই কথাগুলি পেয়েছেন ঃ ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেন। এই কথা সত্য, কারণ ঈশ্বর বদলে যান নি। সবার সেরা সৃষ্টি মানুষের জন্য তিনি আগ্রহী। আর ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের যেরূপ সম্পর্ক ছিল, তিনি সব মানুষের সাথেই সেইরূপ সম্পর্ক করতে চান। অব্রাহাম 'দু'টি কারণে ঈশ্বরের বন্ধু হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১। কারণ ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষের যত্ন নেন এবং তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চান।

২। কারণ অব্রাহাম পরিপূর্ণ বিশ্বাস, বাধ্যতা ও ভালবাসার সাথে ঈশ্বরের পথে চলবার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন।

আপনার চারিপাশের অবস্থা দেখে আপনি হতাশ বোধ করতে পারেন। আপনি নিরাশ এবং ভয় বোধ করতে পারেন। প্রথমে ঈশ্বরের আহ্বান শুনে অব্রাহাম যেরূপ

বোধ করেছিলেন, আপনিও হয়ত সেইরূপ বোধ করতে পারেন। অব্রাহামের মত আপনিও ঈশ্বরের সৃষ্টিরই অংশ। ঈশ্বর আপনাকে এক নূতন বিশ্বাসের জীবনে নিয়ে যেতে চান। এই অবস্থায় আপনি দু'টি কাজ করতে পারেন। প্রথমতঃ আপনি সরল অন্তরে প্রার্থনা করতে পারেন। আপনি ঈশ্বরকে এইরূপ অনুরোধ করতে পারেন যেন, তিনি আপনার হৃদয় ও মনকে তাঁর সত্যে চালিত করেন। এছাড়া আপনি ঈশ্বরের মহান লোকদের জীবন শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন। এই কোর্সের পরবর্তী পাঠ হল **যোষেফ-যিনি ভালবাসার সাথে কাজ করেছেন।** আপনার জীবনের জন্য কিভাবে পরিচালনা পেতে পারেন, এই পাঠ থেকে আপনি সে বিষয় আরও অনেক কিছু জানতে পারেন।

আপনার করণীয়

১০। এই প্রার্থনাটি পড়ুন এটাকে যদি আরও নিজের করে বলতে চান, তবে আবারও জোরে পড়ুন, তারপর নীচের খালি জায়গায় আপনার সই দিন।

প্রার্থনা

হে পরম দয়াময় ও সহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বর জগত ও জীবনের প্রভু। চিরযুগ তোমার নামের প্রশংসা হোক, কারণ তোমার নামেই আমি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে বিনীত ভাবে তোমার সামনে আসি। অব্রাহামকে তুমি যেভাবে আহ্বান করেছিলে তেমনি দয়াকরে আমাকেও তোমার প্রতি বাধ্য জীবনে আহ্বান কর। আমি আমার জীবন তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি, তুমি আমার বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হও, কারণ কিসে আমার মঙ্গল তুমিই তা ভাল জান। তোমার সাথে আমার সম্পর্ক যেন আরও গভীর হয়, সে জন্য সত্য ও জীবনের পথে আমাকে চালাও। এমন এক যাত্রাপথে আমাকে চালাও যা আমার জীবনের প্রতি তোমার যত্ন সম্বন্ধে আমাকে আরও সচেতন করে তুলবে।

আমেন।

.....

স্বাক্ষর

উত্তরমালা

৫। কারণ তারা প্রতিমাপূজা করত। পাপের মন্দ প্রভাবের জন্য। ঈশ্বরের প্রজাদের চালাবার জন্য।

১। খ) তিনি অব্রাহামকে বন্ধু বলে ডেকেছেন।

গ) তিনি তাদের সেবা চান।

ঘ) তিনি তাদের সাথে দায়িত্ব ও অধিকার ভাগা-ভাগী করেন।

৬। ক) আহ্বান।

খ) অব্রাহাম, অন্য লোকেরা।

গ) বিশ্বাস, কাজ।

২। তারা দুর্বল ছিল। মানুষের পাপাবস্থা।

৭। খ) অব্রাহাম এক অজানা দেশে গেলেন, কারণ ঈশ্বর তাকে সেইরূপ বলেছিলেন।

ঘ) নোহ একটি জাহাজ নির্মাণ করলেন।

ঙ) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গলজনক তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন, সুতরাং তিনি লোটকে তার পছন্দ মত দেশ নিতে দিলেন।

৩। তারা উপাসনার প্রয়োজন বোধ করেছে, কিন্তু একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছেন।

৮। যে প্রার্থনাটি দেওয়া আছে সেটি বলুন।

৪। তিনি অব্রাহামকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি এক জন লোকের মাধ্যমে কাজ করতে ঠিক করেছিলেন।

৯। ক) পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল।

খ) মহান জাতি।

গ) ছেলেকে বলি উৎসর্গ।

ঘ) নির্দেশ।

ঙ) বলির মেষশাবক।

পরীক্ষা—২

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্টের** উত্তর লেখার বইটি নিন এবং এর ৪ নং পৃষ্ঠায় **বাছাই** এবং **সত্য-মিথ্যা** উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। দ্বিতীয় পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতে কাজ করতে স্থির করেছিলেন ঃ—

ক) বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুনের মাধ্যমে।

খ) আত্মিক মধ্যস্থের মাধ্যমে।

গ) মানুষ বা লোকদের মাধ্যমে।

৭। আপনি যে ঈশ্বরকে ভাল করে জানবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা বোধ করেন, তা এমন এক ধরণের আহ্বান যা আপনার জন্য ঈশ্বরের যত্নই প্রকাশ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অব্রাহামের মত আপনাকেও ঃ-

ক) ঘর-বাড়ী ও বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে এক নূতন দেশে যেতে হবে।

খ) যেখানে আছেন সেখানে থেকে আপনার লোকদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা পথ বদল করার চেষ্টা করতে হবে।

গ) একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর কথাগুলি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং তাঁর প্রতি বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলতে হবে।

৮। অব্রাহাম তাঁর বিশ্বাস দেখিয়েছেন।

ক) নিঃসঙ্গ যাযাবর জীবন গ্রহণ করবার দ্বারা।

খ) ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস ও তা পালন করবার দ্বারা।

১৮। ঈশ্বর চান অব্রাহামের বেলায় যেমন ছিল, তাঁর সাথে সব মানুষের সেইরূপ ..... থাকে।

১৯। নূতন বিশ্বাসের জীবন পাওয়ার জন্য আপনি যে দুটি কাজ করতে পারেন তা হল ঃ (১) আপনি সরল অন্তরে .... করতে পারেন এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে পারেন যেন, তিনি আপনাকে তাঁর সত্যে নিয়ে যান এবং (২) আপনি ঈশ্বরের মহান লোকদের .... সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন।